তারিখ ... ১৭/৩/১৪ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

কালের কণ্ঠ

প্রাথমিকের লক্ষাধিক শিক্ষকের করুণ দশা

সরকারীকরণের সুবিধা মেলেনি ১৪ মাসেও, অনুদানও বন্ধ

আজিজুল পারভেজ ▶

চাকরি জাতীয়করণের ১৪ মাস পরও সরকারীকরণের সুবিধা পাচ্ছেন না প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক। এমনকি বেসরকারি শিক্ষক হিসেবে তাঁরা যে আর্থিক সুবিধা পেতেন, তাও বন্ধ রয়েছে সাত মাস। ফলে সারা দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কাজের সমন্বয়হীনতার কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি রাজধানীর জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে দেশের ২৬ হাজার ২০০ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিন ধাপে সরকারীকরণের ঘোষণা দেন। এতে এসব বিদ্যালয়ের এক লাখ চার হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণের আওতায় আসে। ওই ঘোষণার পর এক বছর দুই মাস পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত সরকারি হিসাবে কোনো বেতন-ভাতা পাননি এই শিক্ষকরা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয়করণের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম জানিয়েছেন, 'জাতীয়করণের আওতায় আসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৮

সরকারীকরণের —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

গেজেট হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার বিষয়ে মহাহিসাব নিরীক্ষকের দপ্তরেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকরা শিগগিরই বেতন-ভাতা পেয়ে যাবেন।' তবে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে, মন্ত্রণালয় থেকে বেতন দেওয়ার নির্দেশনা পাঠানো হলেও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কোনো অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। এমনকি অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমও এখনো সম্পন্ন করা হয়নি। মাঠপর্যায়ের একাধিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এ ধারণা পাওয়া গেছে।

শিক্ষা কর্মকর্তারা শিক্ষকদের বেতন দিতে না পারার জন্য তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, জাতীয়করণের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে গেজেট প্রকাশ করা হলেও শিক্ষকদের চাকরির কাল (সার্ভিস বুক) গণনা সম্পন্ন হয়নি। মাঠপর্যায়ের শিক্ষা অফিস ও হিসাবরক্ষক অফিসে বেতনের নির্দেশনা পাঠানো হলেও কোনো বরাদ্দ যায়নি। এমনকি এ খাতে ব্যয়ের ব্যাপারে মহাহিসাব নিরীক্ষকের অফিস থেকেও কোনো প্রকার নির্দেশনা পাঠানো হয়নি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, বরাদ্দ বা অর্থ ঘাটতি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস বেতনের ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু যেখানে বরাদ্দই নেই, এমনকি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাও নেই, সেখানে অর্থ সংস্থান করে ব্যয়ের ব্যাপারে আগ্রহী নয় মাঠপর্যায়ের হিসাবরক্ষণ অফিস।

নতুন সরকারীকরণের আওতায় আসায় প্রত্যেক শিক্ষকের সার্ভিস বই প্রয়োজন, যা অনেক উপজেলায় এখনো তৈরিই হয়নি। এটাও শিক্ষকদের বেতন বিলম্বের একটি কারণ বলে জানিয়েছেন কয়েকজন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। তাঁরা আরো জানান, শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার ব্যাপারে মাঠপর্যায়ে যেসব কাজ করতে হয় তার একটি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ব্যয়ের চাহিদা চাইতে হয়। কিন্তু সেটাও আজ পর্যন্ত চাওয়া হয়নি। ফলে কত টাকা লাগবে আর কত টাকা উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসকে বরাদ্দ দিতে হবে, এ ধারণাও এখনো তৈরি হয়নি।

আরেক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা—এই দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণেই শিক্ষকরা তাঁদের পাওনা যথাসময়ে পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মহাহিসাব নিরীক্ষকের দপ্তরকে নিয়ে বৈঠক করে তারা নির্দেশনা দিলে সমস্যা সমাধান হয়ে যায়।

খুলনা অঞ্চলের একজন শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষকদের গেজেট ও সার্ভিস বই অনুযায়ী যোগদানের সময় থেকে চাকরির বয়স গণনা করে ইনক্রিমেন্টসহ বিভিন্ন ভাতা হিসাব করে উপজেলার সব শিক্ষকের বেতন নির্ধারণের কাজ চলছে। তবে এর পরও প্রাথমিক শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মহাহিসাব-নিরীক্ষক দপ্তরের মাধ্যমে একটি নির্দেশনা প্রয়োজন। এটি করা সম্ভব হলে আগামী মাসের দিকে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

মাঠপর্যায়ের শিক্ষকদের অভিযোগ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সুযোগে উপজেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের কোনো কোনো অসৎ কর্মকর্তা আর্থিক সুবিধা নেওয়ার ধান্ধা করছেন। এমনকি এ ব্যাপারে বিভিন্ন এলাকার শিক্ষক নেতাদের কাছে মৌখিক প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

এসব বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'বেতন দেওয়ার ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা ও হিসাবরক্ষণ অফিসে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহাহিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় থেকেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়ার কথাও আমাকে জানানো হয়েছে। তারপরও কোথাও